প্রথম আলো
বুধবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১২

কম চাপে থাকেন শীর্ষ নেতারা

প্রথম আলো ডেস্ক

ক্ষমতাধর নেতাদের তুলনামূলক কম চাপ সহ্য করতে হয়। বরং নেতার অনুগত কিংবা আদেশ পালনকারী অধস্তন ব্যক্তিদের অনেক বেশি চাপ সহ্য করতে হয়। নতুন এক গবেষণায় এ তথ্য পাওয়া গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা বলেন, অধিক বিচারবুদ্ধির কারণেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা শীর্ষ পর্যায়ে যেতে পারেন। নেতৃত্বের গুণের কারণে যেকোনো পরিস্থিতিতে তাঁরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণও করতে পারেন। এই গবেষণার ফলাফল আগের ধারণাকে পুরো পাল্টে দিয়েছে।

গবেষকেরা জানান, শীর্ষস্থানীয় নেতারা কর্মক্ষেত্রে যে পরিমাণ চাপ সহ্য করেন, তা একদম নিচের সারিতে থাকা ব্যক্তির চেয়েও কম। হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলের অধ্যাপক জেনিফার লেনার ও গ্রে শেরম্যান বলেন, গবেষণাটির ফল এ ধারণাই দেয় যে শীর্ষস্থানীয় নেতারা তাঁদের প্রাথমিক পর্যায়ের নেতাদের চেয়ে কম চাপ সহ্য করে থাকেন। আর এটাই অনেকের কাছে বিস্ময়কর। ইনডিপেনডেন্ট।

মার্কিন বিজ্ঞান শিক্ষকদের এ কেমন মনস্তত্ত্ব!

প্রথম আলো ডেস্ক

সমান মেধা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীদের তুলনামূলক কম যোগ্য বলে মনে করেন মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিজ্ঞানের শিক্ষকেরা। এ জন্য ছাত্রীরা অনেক সময় নির্দিষ্ট কোনো দায়িত্ব বা চাকরি থেকে বঞ্চিত হন। আর তাঁদের কোনো চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হলেও বেতন হয় তুলনামূলক কম।

মার্কিন বিজ্ঞান শিক্ষকদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণাটি করেছেন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা। গত সোমবার গবেষণা নিবন্ধটি অনলাইনে প্রকাশ করেছে প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস।

গবেষণা নিবন্ধের জ্যেষ্ঠ লেখক ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জো হ্যান্ডেলসম্যান জানান, বিজ্ঞানচর্চায় এমন পক্ষপাতিত্ব উদ্দেশ্যমূলক বৈষম্য নয়। সম্ভবত অবচেতন সাংস্কৃতিক প্রভাব থেকেই এমনটি ঘটছে। আর শুধু যে পুরুষ শিক্ষকেরা পক্ষপাতিত্ব করেন সেটাও নয়—নারী শিক্ষকেরাও একই কাজ করেন। পক্ষপাতিত্বের ক্ষেত্রে রসায়ন, জীববিদ্যা বা পদার্থবিদ্যা বলেও কোনো পার্থক্য নেই—সব বিভাগেই হচ্ছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার ব্যবস্থাপক পদে একজনকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন, জীববিদ্যা বা পদার্থবিদ্যার ১২৭ জন অধ্যাপককে একটি আবেদনপত্র মূল্যায়ন করতে বলা হয়। এ জন্য অধ্যাপকদের অর্ধেকের কাছে জন নামের এক আবেদনকারীর এবং বাকি অর্ধেকের কাছে জেনিফার নামের একজনের আবেদনপত্র দেওয়া হয়।

অধ্যাপকদের মূল্যায়নের পর দেখা যায়, মোট ৭ নম্বরের মধ্যে জন পেয়েছেন ৪ এবং জেনিফার পেয়েছেন ৩ দশমিক ৩। আর সুপারিশ করা বেতনে দেখা গেছে, জনের প্রাথমিক বেতন ধরা হয়েছে গড়ে ৩০ হাজার ৩২৮ মার্কিন ডলার এবং জেনিফারের জন্য ২৬ হাজার ৫০৮ মার্কিন ডলার। কিন্তু অধ্যাপকদের কাছে সরবরাহ করা আবেদনপত্রে জন ও জেনিফার ছিলেন একই ব্যক্তি। কেবল দুটি ভিন্ন নাম ব্যবহার করা হয়েছিল। নিউইয়র্ক টাইমস।